

সূরা ইয়াসিনের ফজিলত

জনি ড্রাকুলা

আমার এ পর্বের লেখা শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। কতিপয় পাঠক আমাকে মেইল করে বলেছেন যে এসব ফজীলত কোরানে কোথাও লেখা নেই তাই তারা মনে করছেন এ বিষয়ে আমার কিছু লেখা উচিত হে"ছ না। তারা ঠিকই বলেছেন যে এসব ফজীলত কোরানে নেই তবুও এসব ফজীলত পরে যদি মানুষ অন্ধবিশ্বাসে সব কিছু বিশ্বাস করে নিয়ে নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে পারে তবে আমি কেন এসব পড়ে বিশ্বাস(!) করে তাদের কলম দিয়ে খোঁচাতে পারবোনা???? আল্লাহ্ কি ভুল করেন হে"ছ আমার কোরান থেকে নেয়া আয়াত সমূহের সমালোচনা যা আমার এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঘন্টা বাজিয়েছে। আর সূরার ফজীলত হে"ছ কোরানের শাখা প্রশাখা হিসেবে যে সব বই ক্রমাগত অন্ধবিশ্বাসীদের আরো এক কদম করে আল্লাহ্র বুক(!) টেনে নিহে"ছ সে সব বই থেকে বাছাই করা কিছু সূরার সমালোচনা (ফাজিল-লত) এসব সূরা মনযোগ দিয়ে পড়লে মনে হবে কোন গল্প পড়া হে"ছ (রস কশ হীন লেখকের লেখা) যা বহুকাল আগে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে (মৃত্যুর পর)কি ঘটবে তার কিছু গাঁজা খোরি গল্প। এবং মনে হবে অযথা বকবক করে একটি বই লেখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে এটি কোন সাধারণ বই নয় এটি আসমানী কিতাব (এখন একজন গাঁজা সেবক যদি নৌকা পানিতে চালিয়ে দাবি করে যে তার নৌকা পাহাড় দিয়ে চলছে, সেক্ষেত্রে আপনার বা আমার আর কি বলার থাকবে? বা আছে?)। এ কিতাবের মধ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা গুলোর বিশাল বিশাল ক্ষমতা। এসব সূরাকে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হে"ছ যেন এটি কোন "মন্" (যাদুর)। মন্ হে"ছ কিছু উদ্ভট শব্দের সমষ্টি যার অর্থ সম্ভবত যে যাদুকর উ"চারণ করে সেও জানেনা। এসব সূরা কোন মন্স্ট্র মত উদ্ভট শব্দ মালা হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু সব সূরার অর্থ আছে। অথবা এগুলো যদি কোন প্রকার প্রার্থনা হতো তা হলেও এ সবার ফজিলতকে মেনে নেয়া যেত। প্রার্থনা বলতে বোঝাতে চাই"ছ যে, মনে কর"ন আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে বললেন "আল্লাহ্ আমাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা কর।" তাহলে বুঝতাম যে হ্যাঁ আল্লাহ্ আপনার প্রার্থনা মেনে নিয়ে ভাল ভাবে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন অথবা প্রার্থনা মেনে না নিয়ে রাস্তায় মেরে ফেলেছেন। কিন্তু এসব সূরায় তেমন কিছুই নেই তাহলে এত শক্তিশালী ফজিলতের অর্থ কি? এ ধরনের ধারণা করার প্রয়োজন কোথায়, যে এটি "আসমান" থেকে এসেছে? অনেকে সাইসফিকশন্ বই লেখেন তার মধ্যে আমার প্রিয় মুহাম্মদ জাফর ইকবাল কারন তিনি তার গল্পে আমাদের ভবিষ্যতের চিত্রটি সুন্দর করে তুলে ধরতে পারেন, শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কিছু লেখা আছে বলে কি তার লেখা বই গুলোকে সত্য এবং আসমানী কিতাব মনে করবো?

আপনাদের মধ্য হতে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন দুটো লেখাই চালিয়ে যেতে। প্রথমে তাদের ধন্যবাদ জানাই"ছ আমাকে উৎসাহিত করার জন্য এবং আপনারা যারা আমার ব্যক্তিগত মেইলে মেইল করে অনুরোধ

করেছেন তাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হয়তো বেশ কিছুদিনের ব্যাবধানে আমার লেখা মুক্তমনায় পাঠাবো, তবুও আমার লেখা চালিয়ে যাবো কথা দিচ্ছি।

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত

সূরাটি এরকমঃ- ইয়াসীন, তত্ত্বপূর্ণ কুরানের কসম। নিশ্চই আপনি রাসুলদের মধ্যে একজন। আপনি আছেন সরল সঠিক পথের উপর। মহা পরাক্রান্ত-দয়াময় কুরআন নাযিল করেছেন। ঐ জাতিকে সতর্ক করার জন্য যাদের পূর্ব পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি।.....তাঁর আদেশ এই যে, যখন তিনি কোন বিষয় (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাকে বলেন “হও” অমনি তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্ব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতা এবং তারই সমীপে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

ফজিলতঃ- ১। যে ব্যক্তি নিয়মিত এ সূরা পাঠ করবে তার জন্য বেহেন্সের আট (৮)টি দরজাই খোলা থাকবে। সে যে কোন দরজা দিয়েই বেহেন্সে প্রবেশ করতে পারবে।

২। কোন উদ্দেশ্য এ সূরা পাঠ করলে দেশ্য পূর্ণ হবে।

৩। পাগল ও জ্বিন গ্রন্থ-লোকের উপরে এ সূরা পাঠ করে দম দিলে রোগী অচিরেই আরোগ্য লাভ করবে।

৪। রোগী বা বিপদ গ্রন্থের গলায় এ সূরার তাবীজ বাধলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। রাতে শোয়ার আগে এ সূরা পড়লে সকালে নিশ্চিন্ত অবস্থায় ঘুম হতে জাগ্রত হবে।

৬। সূর্যোদয়ের সময় এ সূরা পাঠ করলে পাঠকের সকল প্রকার অভাব দূরীভূত হয়ে সে ধনী হবে।

৭। সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে বিচার দিবসে এ সূরা আল্লাহর নিকট পাঠকের মুক্তির জন্য শাফায়াত করবে।

৮। এটি একবার পড়লে ১০(দশ)বার কুরআন শরীফ খতম করার সোয়াব হয় এবং পাঠকের সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যায়।

৯। ঘর হতে বের হবার সময় এ সূরা পাঠ করলে পথে ঘাটে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভবনা নেই।

১০। মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট বসে এ সূরা পাঠ করলে মৃত্যুর যন্ত্রণা কম হয়।

১১। কবর যিয়ারত কালে এ সূরা পাঠ করলে কবরের আযাব কম হয়।

ফজীলতের ফজীলত :-

১। এ সূরাটি নিয়মিত যদি পাঠ করা যায় তাহলে বেহেন্সের ৮ (আট) টি দরজা খোলা পাওয়া

যাবে এবং এবং পছন্দসই যে কোন দরজা দিয়েই বেহেশ্-শ্রবশ করা যাবে হয়তো দরজা বাছতে আপনার কষ্ট হবে তাই একটি টিপস দিচ্ছি আজই আপনার শরীরের উঁচতা আর ব্যাস মেপে রাখুন এগুলো যদি জানা থাকে তাহলে আপনার দরজা বাছতে সহজ হবে। যে দরজা আপনার শরীরের মাপের চেয়ে একটু বড় কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিন। আমি মনে করি একজন মানুষের জন্য এতগুলো দরজা খোলার কারন এই এটাই। সব দরজা যদি একই মাপের হয় তাহলে আদনান সামী টাইপের মানুষ গুলোর সমস্যা হবে তাইনা?

২। চুরি করবেন? ডাকাতি করবেন? করবেন? ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই শুধু সুরাটি পরে ঝাপিয়ে পরুন দেখি আপনাকে ঠেকায় কে?

৩। এ সুরা পাঠ করে দম দিলে যদি সত্যি পাগল ভালো হত তাহলে আজ পাগলা গাড়দে থেকে পচঁতে হতনা, আপনি কি বিশ্বাস করেন না দম দিলে পাগল সুস্থ হয়? ঠিক আছে রাস্পন্ন যদি কোন পাগলের দেখা পেয়ে যান তার সামনে গিয়ে দাড়াবেন এ সুরাটা পড়ে বেশিনা শুধু একটা দম দিয়েই দেখুননা?

সংবিধিবদ্ধ সতর্কিকরন: পাগলের হাতে ধোলই খাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বি: দ্র: পাগলের ধোলাই খেয়ে পাগল হয়ে গেলে কিন্তু আমি দায়ি নই।

৪। আপনার কোন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় বা পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে ডাক্তার দেখাতে যাবেন না অযথা সময় নষ্ট, তারচেয়ে বরং এ সুরাটির একটি তাবিজ অসুস্থ ব্যক্তিটির শরীরে বেধে দিন এতই বিশেষ (যার শেষ নেই) উপকার হবে। ব্যাচারা ডাক্তারদের মনে হয় পথে বসতে হবে।

৫। আপনি সারাটা দিন যত পাপ করা যায় ধুমসে করে যান খুন, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অন্যের সম্পত্তি নিজের মনে করে দখল মোট কথা যা খুশি তবে যা করার ঘুমোতে যাবার আগে করবেন। ঘুমোতে যাবার সময় এ সুরাটা পাঠ করে নাকে তেল দিয়ে ঘুম দিন। সকালে আপনি একজন নিশ্চাপ মানুষ। হয়তো বা কিছু মূর্খ মানব আপনাকে আজীবাজে (ঘাতক, মৌলবাদি সহ আরো অনেক কিছু) নামে ডাকতে পারে তাতে কি তারা তো জানেনা যে আপনি নিশ্চাপ।

বি: দ্র: জেল ফাঁসি ইত্যাদি ইহকালের ব্যাপারে আমি দায়ি নই।

৬। আপনি কি খুব অভাবে আছেন? আপনার কিছু প্রয়োজন? একটু কষ্ট করে সকালে সূর্যোদয়ের সময় ঘুম থেকে উঠুন এবং এ সুরাটা পাঠ করুন, সমস্যা-অভাব অনটন দূরী ভূত হয়ে যাবে, আপনি

ধনী হয়ে যাবেন। শুধু শুধু কেন কষ্ট করতে যাবেন যেখানে এ সুরাটার ক্ষমতায় আপনি অল্প সময়ে ধনী হতে পারবেন? বাংলাদেশে গরীবের সংখ্যা এত বেশি কেন জানেন? যেসব গরীব গুলো গরীব তারা কারন কষ্টের তড়নায় এ সুরাটি ভুলে গেছে, এবং যে বইটিতে সুরাটি লেখা ছিল তা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে কনকনে শীতে একটু উষ্ণতা নিয়েছে। এজন্যই আপনি রাস্ট-ঘাটে দেখবেন শুধু মুসলিম ধর্মাবলম্বি ভিক্ষুক, অবশ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বি ভিক্ষুকও মাঝে মাঝে ২/১ টা দেখা যাবে কিন্তু বুদ্ধ অথবা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বি কোন ভিক্ষুক আপনাদের চোখে পরবেনা। অথচ আল্লাহর কথা অনুযায়ী তাদেরই বেশি সুখে থাকার কথা যারা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কারন আল্লাহই বলেছেন সে কাফেরদের কখনো সাহায্য করেনা। আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই কাফের হয়ে যদি সুখে শান্তিতে বাঁচা যায় তাহলে আল্লাহ আল্লাহ করে রাস্ট ভিক্ষে করে বেড়ানোর প্রয়োজন টা কোথায়?

৭। আপনি যতই পাপি হন না কেন আপনি শুধু এ সুরাটি পড়ে যাবেন। তাহলে আপনি যখন স্বর্গে ঢোকান জন্য মিউমিউ করবেন তখন এ সুরাটি(হাত পা বাদ দিন যার কিনা মুখ পর্যন্ত-নই) আল্লাহর কাছে আপনাকে স্বর্গে যাবার অনুমতি দেবার জন্য শাফায়াত গাইবে!

৮। লক্ষ করুন এ সুরাটি কোরানের ৮৩ আয়াত বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র অংশ অথচ এটি পড়লে ১০ বার কোরান শরীফ খতম করার সোয়াব হয় আবার তার সঙ্গে বোনাস হিসেবে আপনি পাবে আপনার সমস্ত পাপের ক্ষমা। ১০ বার কোরান শরীফ পড়ে সময় নষ্ট আর কষ্ট না করে শুধু সুরা ইয়াসীন একবার পড়াই কি ভালো নয়?

৯। ঘর হতে বেড় হবার সময় এ সুরাটি পড়লে আপনার দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভবনা নেই (শুনতে কিছুটা বাংলাদেশের আবহাওয়া পূর্বাভাস সংবাদের মত লাগছে না?) এ সুরাটি সুরা আর রাহমানের মত হলপ করে নিশ্চয়তা দিতে পারছেন।

১০। আপনার সামনে মৃত্যু যন্মায় ছটফট করছে বসে পরুন তার পাশে সুরাটি পড়া শুরু করে দিন। দেখবেন এক পর্যায়ে ব্যক্তিটি মারা গেছে। এখন কথা হচ্ছে আপনি যখন তার পাশে বসে পড়েছেন তখন আসলেই কি তার যন্মা কমে ছিল? নাকি সে আরো মনে মনে বলেছে “মরলেই বাঁচি”- এর উত্তরটি জানতে হলে আপনার ও মরতে হবে যখন আপনি যন্মায় ছটফট করবেন তখন অন্য একজন সুরাটি পড়বে আপনি মরে যাবেন। তখন হয়তো আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন, কিন্তু যে ব্যক্তিটি আপনার পাশে বসে সুরাটি পড়েছিল সে কিকরে জানবে যে আপনার যন্মা আসলেই কম হয়েছিল?

১১। আপনি যদি কোন কবর জিয়ারত করতে যান তখন এ সুরাটি অবশ্যই পড়বেন, কারন

মৃত্যু ব্যক্তিটি যদি কিস্তিতও পাপ করে থাকেন তার কবরের মধ্যে একটি সুরঙ্গ তৈরি হয়েছে যার আরেক মাথা নরকের সাথে সংযুক্ত এবং সেই সুরঙ্গ দিয়ে গরম বাতাস এসে ব্যক্তিটিকে কষ্ট দিচ্ছে হয়তো আপনার পাঠ করা সুরাটি সে সুরঙ্গের মুখে ঢাকনা হয়ে গরম হাওয়া আটকাচ্ছে অথবা এয়ারকন্ডিশন হয়ে হীমেল হাওয়া দিচ্ছে সে অনুভূতিহীন ব্যক্তিটিকে (লাশ)। আপনার অযথা এসব ভাবার দরকার নেই যে যে কবর আপনি জিয়ারত করছেন তার ভেতর মানব শরীরের কিছু ধ্বংসাসশেষ ও অবশিষ্ট আছে কিনা?